প্রথম আলো

তারিখ 20 APR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জনের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনকারী চার শিক্ষক ও দুই কর্মকর্তার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আজ শনিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী গণমঞ্চের পক্ষ থেকে গতকাল শুক্রবার এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

"অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার নোটিশ দেওয়া হয়েছে"

হাফিজুর রহমান,
গণিত বিভাগের প্রধান:
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

গত বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল স্বাক্ষরিত এক পত্রে গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক হাফিজুর রহমান, হিসাববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আপেল মাহমুদ, একই বিভাগের প্রভাষক উমর ফারুক, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, সহকারী পরিচালক মাহমুদুর রহমান ও সহকারী রেজিস্ট্রার আমিনুর রহমানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

গতকাল সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকার পরও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বরখাস্তের প্রতিবাদ এবং তা প্রত্যাহারের দাবিতে ক্ষুব্ধ কয়েক শ শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা উপাচার্যের পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দেন।

উপাচার্যবিরোধী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়ে তোলা দুর্নীতিবিরোধী গণমঞ্চের উদ্যোক্তা গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হাফিজুর রহমান বলেন, 'অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে তদন্তে উপাচার্যের অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। তবু উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই নতুন করে আন্দোলন শুরু করা হলো।'

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ আবদুল জলিল মিয়ার অনিয়ম-দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে গত ৫ জানুয়ারি থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুর্নীতিবিরোধী গণমঞ্চ গঠন করে আন্দোলন শুরু করেন।

গত ১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ব্যানারে বহিরাগতরা হামলা চালালে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মতিউর রহমান ও বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ আহত হন। ওই দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়।